অতি জরুরি

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন অধিশাখা

বিষয়ঃ 'বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮' এর খসড়া ও বিজ্ঞপ্তি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে 'বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮' এর খসড়ার বিষয়ে মতামত/মন্তব্য প্রদানের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮' এর খসড়া এবং এতদসঙ্গে সংযুক্ত বিজ্ঞপ্তিটি এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ ০৭ পাতা।

২১.১.১৮

(স্মৃতি কর্মকার)
উপ সচিব
ফোন: ৯৫৮৮৪৪১
dslaw@molwa.gov.bd

যুগ্ম-সচিব (আইসিটি)
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

ইউ.নোট নং-৪৮.০০.০০০০.০০৭.৩৩৬ (অংশ-১).১৮-৩৫ তারিখঃ ২১/০১/২০১৮খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

১। সচিবের একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য) ।

২। অফিস কপি।

বিজ্ঞপ্তি

'বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮' এর খসড়া মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট www.molwa.gov.bd এ প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত খসড়া আইনের বিষয়ে মতামত/মন্তব্য থাকলে আগামী ০৮/০২/২০১৮ তারিখের মধ্যে উহা dslaw@molwa.gov.bd এই ই-মেইলে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

২১.১.১৮

স্মৃতি কর্মকার
উপ-সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮-এর খসড়া

বিল নং ২০১৮

The Bangladesh (Freedom Fighters) Welfare Trust Order, 1972 (President's Order 94 of 1972) রহিতক্রমে উহা পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত

বিল

যেহেতু The Bangladesh (Freedom Fighters) Welfare Trust Order, 1972 (President's Order 94 of 1972) এর বিষয়বস্তু বিবেচনাপূর্বক উহা রহিতক্রমে পুনঃপ্রণয়ন করা আবশ্যক এবং

যেহেতু মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধাসহ সকল মুক্তিযোদ্ধার কল্যাণ সাধনকল্পে ইতঃপূর্বে গঠিত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের কর্মের ধারাবহিকতা রক্ষার্থে আইন পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—

(১) এই আইন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে,—

(১) "খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা" অর্থ যে সকল মুক্তিযোদ্ধা স্বাধীনতাযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের কারণে বীরশ্রেষ্ঠ অথবা বীরউত্তম অথবা বীরবিক্রম অথবা বীরপ্রতীক খেতাব পাইয়াছেন;

(২) "চেয়ারম্যান" অর্থ ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(৩) "ট্রাস্ট" অর্থ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট;

(৪) "ট্রাস্টি" অর্থ ট্রাস্টি বোর্ডের একজন সদস্য;

(৫) "তহবিল" অর্থ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ তহবিল;

(৬) "নির্বাহী কমিটি" অর্থ এই আইনের ধারা ১০-এর উপ-ধারা ১-এর অধীন গঠিত নির্বাহী কমিটি;

(৭) "নির্ধারিত" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত।

(৮) "পরিবার" অর্থ বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার;

(৯) "পঙ্গুত্ব" অর্থ যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধার আহত হওয়ার মাত্রা;

(১০) "প্রবিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধি;

(১১) "বীর মুক্তিযোদ্ধা" অর্থ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণায় সাড়া দিয়া ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ মার্চ হইতে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের যেসকল বেসামরিক নাগরিক এবং সশস্ত্র বাহিনী, গণবাহিনী ও অন্যান্য স্বীকৃত বাহিনী, পুলিশ, ই.পি.আর. নৌ কমান্ডো, আনসার বাহিনীর সদস্য যাহারা বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা এবং নিম্নরূপ বাংলাদেশের নাগরিকগণও বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে গণ্য হইবেনঃ

(ক) যেসকল ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সীমানা অতিক্রম করিয়া ভারতের বিভিন্ন ট্রেনিং/প্রশিক্ষণক্যাম্পে নাম অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন;

(খ) যেসকল বাংলাদেশি পেশাজীবী মুক্তিযুদ্ধের সময় বিদেশে অবস্থানকালে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশেষ অবদান রাখিয়াছিলেন এবং যেসকল বাংলাদেশি নাগরিক বিশ্বজনমত গঠনে সক্রিয় ভূমিকা রাখিয়াছিলেন;

(গ) যাঁহারা মুক্তিযুদ্ধকালীন গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর সরকার) অধীনে কর্মকর্তা/কর্মচারী/দূত হিসাবে দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন;

(ঘ) মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর সরকার) সহিত সম্পৃক্ত এম.এন.এ.গণ MNA (Member of National Assembly) ও এম.পি.এ.গণ MPA (Member o Parliamentary Assembly) যাঁহারা পরবর্তীকালে গণপরিষদের সদস্য MCA (Member of Constituent Assembly) হিসাবে গণ্য হইয়াছেন;

(ঙ) পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাহাদের সহযোগী কর্তৃক নির্যাতিতা নারীগণ (বীরাঙ্গনা);

(চ) স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী ও কলাকুশলীরা এবং দেশ ও দেশের বাহিরে দায়িত্ব পালনকারী বাংলাদেশি সাংবাদিকগণ;

(ছ) স্বাধীনবাংলা ফুটবল দলের খেলোয়াড়বৃন্দ; এবং

(জ) মুক্তিযুদ্ধকালে আহত মুক্তিযোদ্ধাগণের চিকিৎসাসেবা প্রদানকারী মেডিক্যাল টিমের ডাক্তার, নার্স ও সহকারীরা;

তবে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে সর্বনিম্ন বয়স সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(১২) "ব্যবস্থাপনা পরিচালক" অর্থ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক;

(১৩) "বোর্ড" অর্থ ধারা ৮ এ উল্লিখিত ট্রাস্টি বোর্ড;

(১৪) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(১৫) "মুক্তিযুদ্ধ" অর্থ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণায় সাড়া দিয়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ মার্চ হইতে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সংঘটিত যুদ্ধ;

(১৬) "যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা" অর্থ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যুদ্ধে আহত হওয়া মুক্তিযোদ্ধা, যাঁহার শরীরের এক অথবা একাধিক অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে;

(১৭) "শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা" অর্থ একজন মুক্তিযোদ্ধা যিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছেন;

(১৮) "সুবিধাভোগী" অর্থ।—

(ক) বীর মুক্তিযোদ্ধা, তাঁর অবর্তমানে স্ত্রী/স্বামী, স্ত্রী/স্বামীর অবর্তমানে পিতা/মাতা, স্ত্রী/স্বামী/পিতা/মাতার অবর্তমানে পুত্র/কন্যাগণ, স্ত্রী/স্বামী/পিতা/মাতা/পুত্র/কন্যাগণের অবর্তমানে ভাই/বোন;

(খ) যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, তাঁর অবর্তমানে স্ত্রী/স্বামী, স্ত্রী/স্বামীর অবর্তমানে পিতা/মাতা, স্ত্রী/স্বামী/পিতা/মাতার অবর্তমানে পুত্র/কন্যাগণ, স্ত্রী/স্বামী/পিতা/মাতা/পুত্র/কন্যাগণের অবর্তমানে ভাই/বোন;

(গ) খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, তাঁর অবর্তমানে স্ত্রী/স্বামী, স্ত্রী/স্বামীর অবর্তমানে পিতা/মাতা, স্ত্রী/স্বামী/পিতা/মাতার অবর্তমানে পুত্র/কন্যাগণ, স্ত্রী/স্বামী/পিতা/মাতা/পুত্র/কন্যাগণের অবর্তমানে ভাই/বোন;

(ঘ) শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী/স্বামী, স্ত্রী/স্বামীর অবর্তমানে পিতা/মাতা, স্ত্রী/স্বামী/পিতা/মাতার অবর্তমানে পুত্র/কন্যাগণ, স্ত্রী/স্বামী/পিতা/মাতা/পুত্র/কন্যাগণের অবর্তমানে ভাই/বোন;

(১৯) "সভাপতি" অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত নির্বাহী কমিটির সভাপতি;

দ্বিতীয় অধ্যায়
মুক্তিযোদ্ধাগণের কল্যাণ

৩। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যান সাধন।—

(১) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের কল্যাণে সম্মানিভাতা, উৎসবভাতা অথবা অন্য কোনো নামে অন্য কোনো ভাতা অথবা সম্মানি অথবা অন্য কোনো সুবিধা প্রদানে কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

(২) নূতন প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, চেতনা জাগ্রতকরণ ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) বাস্তবায়নের কার্যক্রম এই আইনের অধীনে প্রনীত বিধি ও নীতিমালা দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়
ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা, কার্যাবলি ইত্যাদি

৪। ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা—

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে The Bangladesh (Freedom Fighters) Welfare Trust Order. 1972 (President's Order 94 of 1972) এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যান ট্রাস্ট এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) ট্রাস্ট একটি কর্পোরেশন হিসাবে সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৫। ট্রাস্টের কার্যালয় স্থাপন।—

(১) ট্রাস্টের একটি প্রধান কার্যালয় থাকিবে এবং উহা ঢাকায় অবস্থিত হইবে।

(২) ট্রাস্ট, সরকারের অনুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে ট্রাস্টের অধঃস্তন কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৬। ট্রাস্টের প্রধান নির্বাহী নিয়োগ।—

(১) ট্রাস্টে একজন পূর্ণকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকিবেন। যিনি ট্রাস্টের প্রধান নির্বাহী হইবেন এবং তাঁহার দায়িত্ব ও কার্যাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলি অনুসারে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন।

৭। ট্রাস্টের কার্যাবলি।—

(১) ট্রাস্ট এই আইনের ধারা ২ এর উপ-ধারা ১৮ এর (খ), (গ) ও (ঘ) এ বর্ণিত সুবিধাভোগীদের কল্যাণের জন্য এবং ট্রাস্টকে আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ ও সামর্থ্যবান করিবার জন্য ট্রাস্টের মালিকানাধীন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও সম্পত্তি অর্জনের যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

(২) উপ-ধারা ১ যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই আইনের ধারা ২ এর উপ-ধারা ১৮ এর (খ), (গ) ও (ঘ) এ বর্ণিত সুবিধাভোগীদের কল্যাণে ট্রাস্ট নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে, যথা,

(ক) সরকার নির্ধারিত হারে রাষ্ট্রীয় সম্মানিভাতা প্রদান;

(খ) ত্রাণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে অর্থ ও পণ্য এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো সহায়তা প্রদান;

(গ) বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(ঘ) যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণকে ঔষধপত্রসহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান;

(ঙ) যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের বিশেষায়িত চিকিৎসার নিমিত্ত ক্লিনিক, ডিসপেনসারি অথবা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন;

(চ) শহিদ পরিবার ও যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য পুনর্বাসন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন;

(ছ) শিক্ষাক্রম অব্যাহত রাখিবার নিমিত্ত যোগ্য সুবিধাভোগীদের বৃত্তি প্রদান;

(জ) স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন, ধারণ ও সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বিক্রয়;

(ঝ) ট্রাস্টের মালিকানাধীন শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠা, উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ;

(ঞ) যে-কোনো নামে ট্রাস্ট তহবিল গঠন ও তাহার ব্যবস্থাপনা;

(ট) ট্রাস্টের জন্য অর্থ, সিকিউরিটিজ, দলিলাদি অথবা অন্য কোনো অস্থাবর সম্পত্তি গ্রহণ;

(ঠ) ট্রাস্টের অর্থ ও তহবিল বিনিয়োগ করা এবং প্রয়োজনবোধে বিনিয়োগ পরিবর্তন;

(ড) সরকারের অথবা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যে-কোনো সিকিউরিটিজ ক্রয়, বিক্রয়, পৃষ্ঠাঙ্কন, হস্তান্তর, বিনিময় অথবা এই প্রকারের কার্যক্রম সম্পন্নকরণ;

(ঢ) সরকারের অনুমোদনক্রমে ট্রাস্টের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানের জন্য ঋণ গ্রহণ এবং ঋণের বিপরীতে সম্পত্তি, পণ্য, রেহান, বন্ধক অথবা অন্যভাবে দায়বদ্ধকরণ;

(ণ) সরকারের অনুমোদনক্রমে ট্রাস্টের চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া অথবা প্রয়োজনীয় দলিলাদি সম্পাদন;

(ত) ট্রাস্টের আর্থিক উন্নয়নকল্পে ট্রাস্টের বিদ্যমান সম্পত্তিতে (জমি) দেশী-বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সহিত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

(থ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে করণীয় বিষয়াবলি নির্ধারণ;

চতুর্থ অধ্যায়
ট্রাস্টি বোর্ড, নির্বাহী কমিটি ইত্যাদি

৮। ট্রাস্টি বোর্ড গঠন, ক্ষমতা ও সভা।—

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ট্রাস্টকে প্রয়োজনীয় দিক্‌নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত প্রদান এবং ট্রাস্টের সার্বিক কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত একটি ট্রাস্টি বোর্ড থাকিবে।

(২) বোর্ড নিম্নরূপ ট্রাস্টিগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবে—

(ক) প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, যিনি ইহার ভাইস চেয়ারম্যানও হইবেন;

(গ) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত ০৪ (চার) জন জাতীয় সংসদ সদস্য (বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের অগ্রাধিকার থাকিবে);

(ঘ) সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়; পদাধিকারবলে;

(ঙ) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়; পদাধিকারবলে;

(চ) সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়; পদাধিকারবলে;

(ছ) প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার (সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ);

(জ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, পদাধিকারবলে যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(৩) ট্রাস্টের উপর যেসকল ক্ষমতা প্রদান করা হইবে সেইগুলি বোর্ড প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত আদেশ ও নির্দেশ ইত্যাদি অনুসারে বোর্ড প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

(৫) বোর্ডের কোনো সদস্যের শূন্যতা অথবা বোর্ড গঠনে কোনো ত্রুটির কারণে বোর্ডের কোনো কার্যক্রম অকার্যকর হইবে না।

(৬) বোর্ডের চেয়ারম্যানের অভিপ্রায় অনুসারে যে-কোনো দিবসে ও যে-কোনো স্থানে বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৭) সরকার যেরূপ নির্ধারণ করিবে সেইরূপ মেয়াদ, শর্ত ও নিয়ম-অনুসারে ট্রাস্টিগণ তাঁহাদের পদে আসীন থাকিবেন।

(৮) সরকার প্রয়োজনে যে-কোনো মনোনীত ট্রাস্টিকে পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(৯) চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে তাঁহার সম্মতিক্রমে ভাইস চেয়ারম্যান ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(১০) বোর্ডের সভাসমূহ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত প্রক্রিয়া-অনুসারে পরিচালিত হইবে। এইরূপ পদ্ধতি নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় সভা পরিচালিত হইবে।

(১১) বোর্ডের প্রতিটি সভায় প্রত্যেক ট্রাস্টির একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে বোর্ডের চেয়ারম্যান একটি নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

৯। কর্মচারি নিয়োগ ও শৃঙ্খলা।—

(১) বোর্ড ট্রাস্টের কার্যাবলী সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজন বোধ করিলে, সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে এতদ্‌বিষয়ে জারীকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত মেয়াদ এবং শর্তে কর্মচারি নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) বোর্ড, নির্বাহী কমিটির সুপারিশক্রমে ট্রাস্টের যে-কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে ট্রাস্টের চাকুরির নিয়োগবিধি অনুসারে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১০। নির্বাহী কমিটি।—

(১) ট্রাস্টের কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য বোর্ড-এর নিম্নরূপ ট্রাস্টিগণের সমন্বয়ে একটি নির্বাহী কমিটি থাকিবে—

(ক) বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) বোর্ডের ট্রাস্টি হিসাবে মনোনীত সংশ্লিষ্ট ০৪ (চার) জন জাতীয় সংসদ সদস্য;

(গ) সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়;

(ঘ) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়;

(ঙ) সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়;

(চ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

১১। নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি।—

নির্বাহী কমিটি নিম্নরূপ দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদন করিবে—

(ক) ট্রাস্টের কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য আইন, বিধি ও প্রবিধি দ্বারা বোর্ড কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব, কার্যাবলি ও নির্দেশনা প্রতিপালন;

(খ) ট্রাস্টের কার্যাবলি তদারকি;

(গ) ট্রাস্ট এবং ট্রাস্টের অধীন সকল বাণিজ্যিক ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ;

(ঘ) ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা, সকল হিসাব পরিবীক্ষণ, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ এবং সেইগুলি বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ; এবং

(ঙ) বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

১২। নির্বাহী কমিটির সভা।—

(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানসাপেক্ষে, নির্বাহী কমিটি ইহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) নির্বাহী কমিটির সকল সভা ইহার সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে— তবে শর্ত থাকে, প্রতি ০২ (দুই) মাসে নির্বাহী কমিটির ন্যূনতম ০১ (এক) টি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) সভাপতি নির্বাহী কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে উপস্থিত ট্রাস্টিগণ কর্তৃক তাহাদের মধ্য হইতে মনোনীত কোনো ট্রাস্টি সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) নির্বাহী কমিটির ট্রাস্টিদের দুই-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে ইহার সভার কোরাম পূর্ণ হইবে।

১৩। নির্বাহী কমিটির ক্ষমতা।—

(১) নির্বাহী কমিটিকে ট্রাস্টের কোনো স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় অথবা হস্তান্তর, কোনো প্রতিষ্ঠান দীর্ঘমেয়াদি ইজারা প্রদান কিংবা কোনো বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বোর্ডের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১)-এর বিধান সাপেক্ষে, নির্বাহী কমিটি বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের বোর্ড-এর

পক্ষে নিম্নরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে—

(ক) ট্রাস্ট ও তাহার অধীন সকল চালু শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও সম্প্রসারণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ও বন্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনরায় চালুকরণ অথবা উন্নয়নের মাধ্যমে বিকল্প ব্যবহার সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা; এবং

(খ) সময় সময় বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতা-অনুযায়ী দায়িত্ব পালন।

১৪। **বোর্ডের সভায় প্রতিবেদন পেশ।**—নির্বাহী কমিটি ইহার গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং সম্পাদিত কার্যাবলির বিষয়ে বৎসর শেষে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রস্তুত করিয়া অবগতির নিমিত্ত পরবর্তী বৎসরের মার্চ মাসের মধ্যে বোর্ডের সভায় পেশ করিবে।

পঞ্চম অধ্যায়

ট্রাস্টের তহবিল পরিচালনা, নিরীক্ষা, বার্ষিক প্রতিবেদন, বাজেট ইত্যাদি

১৫। **তহবিল গঠন ও পরিচালনা।**—

(১) ট্রাস্টের নিজস্ব তহবিল থাকিবে যাহা বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ তহবিল নামে অভিহিত হইবে এবং যাহা নিম্নরূপ উৎস হইতে সংগ্রহ করা যাইবে—

(ক) সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত অনুদান, সাহায্য মঞ্জুরি ও ঋণ;

(খ) সরকারের অনুমোদনক্রমে সর্বসাধারণ অথবা জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক দেশিবিদেশি কোনো এজেন্সি, সংস্থা, সংগঠন হইতে প্রাপ্ত নিঃশর্ত অনুদান;

(গ) সরকারের অনুমোদনক্রমে বিদেশি কোনো সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত সাহায্য, সহযোগিতা ও অনুদান; এবং

(ঘ) ট্রাস্টের সম্পত্তি অথবা যে-কোনো কার্যক্রম হইতে লব্ধ আয়।

(২) ট্রাস্ট সরকারের অনুমোদনক্রমে যে-কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংক অথবা অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ট্রাস্টের কার্যাবলি পরিচালনার উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) ধারা ১৫-এর উপধারা ১-এ উল্লিখিত উৎস হইতে ট্রাস্টের সকল প্রাপ্তিসমূহ তহবিলে জমা হইবে এবং তহবিল পরিচালনাসংক্রান্ত বিধি অনুসারে তাহা ব্যয় হইবে—

তবে শর্ত থাকে, ট্রাস্টের তহবিল পরিচালনা সম্পর্কিত বিধি প্রণয়ন ও কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান ব্যবস্থা চলমান থাকিবে।

(৪) ট্রাস্টের তহবিল সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যে-কোনো তপশিলি ব্যাংক অথবা ব্যাংকসমূহে রাখিবে।

১৬। **হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।**—

(১) ট্রাস্ট যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে—

তবে শর্ত থাকে, ট্রাস্টের তহবিল পরিচালনা সম্পর্কিত বিধি প্রণীত ও কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক জারিকৃত সাধারণ নির্দেশনাবলি অনুযায়ী যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ হিসাব রক্ষণ করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা হিসাব-নিরীক্ষক বলিয়া উল্লিখিত, ট্রাস্টের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন। নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার, ক্ষেত্রমতে নির্বাহী কমিটি ও বোর্ড সভায় উপস্থাপন করিবে।

(৩) উপধারা (২)-এ উল্লিখিত নিরীক্ষা ব্যতিরেকেও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No 2 of 1973) Article 2(1)(b)-তে গৃহীত সংজ্ঞা অনুযায়ী চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা ট্রাস্টের হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ট্রাস্ট এক অথবা একাধিক চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এইরূপে নিয়োগকৃত চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পারিতোষিক প্রাপ্য হইবেন।

(৪) ট্রাস্ট ধারা ১৬-এর উপধারা (৩)-এর অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রত্যেক নিরীক্ষককে নিরীক্ষার জন্য তাঁহাদের চাহিদা-অনুযায়ী ট্রাস্টের প্রয়োজনীয় হিসাববহি ও প্রামাণ্য দলিলাদি প্রদান করিবে এবং ট্রাস্টের হিসাববহি ও হিসাব দলিলাদিতে যৌক্তিক সময় পর্যন্ত পরীক্ষানিরীক্ষার অধিকার থাকিবে, সর্বোপরি, নিরীক্ষা-সংশ্লিষ্ট হিসাবের বিষয়ে ট্রাস্টের কর্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

১৭। নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও আপত্তি নিষ্পত্তি।—

(১) নিরীক্ষকগণ সরকারের নিকট একটি নিরীক্ষা প্রতিবেদন জমা দিবেন, যে-প্রতিবেদনে তাহাদের মতামত-অনুসারে ট্রাস্টের হিসাবসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে কি না, ট্রাস্টের নিকট হইতে কোনো ব্যাখ্যা অথবা তথ্য আহ্বান করা হইয়াছিল কি না এবং তাহা তাহাদেরকে প্রদান করা হইয়াছিল কি না এবং প্রদান করা হইলে সেইগুলি সন্তোষজনক ছিল কি না উহার বিস্তারিত উল্লেখ থাকিবে।

(২) নিরীক্ষাতে উপস্থাপিত আপত্তি সংশোধনের জন্য ট্রাস্ট সরকার কর্তৃক জারিকৃত সকল নির্দেশ প্রতিপালন করিবে।

(৩) সময়ে সময়ে সরকারের চাহিদা-অনুসারে তথ্য, রিটার্ন ও প্রতিবেদন ট্রাস্ট সরবরাহ করিবে।

১৮। বার্ষিক প্রতিবেদন।—

(১) ট্রাস্ট প্রতি অর্থ বৎসর সমাপ্ত হইবার পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিবসের মধ্যে উক্ত বৎসরে তৎকর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলির উপর আর্থিক হিসাব বিবরণীসহ একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনে, ট্রাস্টের নিকট হইতে উহার যে-কোনো বিষয়ের উপরে প্রতিবেদন অথবা বিবরণী তলব করিতে পারিবে এবং ট্রাস্ট উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৯। বাজেট।—

১। নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে ট্রাস্ট প্রতিবৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থবৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে ট্রাস্টের আয় ও ব্যয়ের বিস্তারিত উল্লেখপূর্বক সরকারের নিকট হইতে ট্রাস্টের কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

২। অর্থবৎসর সমাপ্ত হওয়ার অব্যবহিত পর রাজস্ব বাজেট হইতে প্রাপ্ত অর্থের অব্যয়িত অর্থ সরকারকে ফেরত প্রদান করিতে হইবে। তবে অব্যয়িত অর্থ পরবর্তী অর্থবৎসরের জন্য বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের কল্যাণে ব্যয় অপরিহার্য হইলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে তাহা রাখা যাইতে পারে।

৩। ট্রাস্টের পৌনঃপুনিক ব্যয় নির্বাহে ট্রাস্ট ক্রমান্বয়ে নিজস্ব আয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
বিবিধ

২০। **ক্ষমতা অর্পণ।**—বোর্ড উহার যে-কোনো ক্ষমতা ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা অন্য কোনো কর্মচারীর নিকট অর্পণ করিতে পারিবে।

২১। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।—

১। সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকার প্রয়োজনে, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্পাদন সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২২। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।**—বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন ও তদধীন প্রনীত বিধির সহিত অসংগতিপূর্ণ নহে এইরূপ, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৩। অস্পষ্টতা দূরীকরণ।—এই আইনের কোনো বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা দেখা দিলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধানাবলির সহিত সংগতিপূর্ণ হওয়াসাপেক্ষে, উক্তরূপ অস্পষ্টতা দূর করিতে পারিবে।

২৪। রহিতকরণ ও হেফাজত।—

(১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে The Bangladesh (Freedom Fighters) Welfare Trust Order, 1972 (President's Order 94 of 1972) রহিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্বেও, উক্ত order এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট এর-

ক) সকল সম্পদ, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুবিধা এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, প্রকল্প এবং অন্য সকল প্রকার দাবি ও অধিকার ট্রাস্টের সম্পদ, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুবিধা, সম্পত্তি, অর্থ, প্রকল্প এবং দাবি ও অধিকার হিসাবে গণ্য হইবে;

খ) সকল ঋণ ও দায়-দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা বা উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি যথাক্রমে ট্রাস্টের ঋণ ও দায়-দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা বা উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে;

গ) বিরুদ্ধে বা তদ্‌কর্তৃক দায়েরকৃত কোন মামলা, গৃহীত কার্যধারা বা সূচিত যে কোন কার্যক্রম অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এমনভাবে নিষ্পন্ন হইবে যেন উহা এই আইনের অধীন ট্রাস্টের বিরুদ্ধে বা তদ্‌কর্তৃক দায়েরকৃত, গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে;

ঘ) সকল চুক্তি, দলিল, বন্ড, সম্মতি, আমমোক্তারনামা ও বৈধ প্রতিনিধি অনুমোদন, যাহাতে উক্ত ট্রাস্ট একটি পক্ষ ছিল, ট্রাস্টের অনুকূলে বা বিরুদ্ধে এমনভাবে বলবৎ ও কার্যকর থাকিবে যেন উহাতে ট্রাস্ট একটি পক্ষ ছিল এবং ট্রাস্টের অনুকূলেই উহা ইস্যু করা হইয়াছিল;

ঙ) প্রযোজ্য সকল বিধি, প্রবিধান, আদেশ, নির্দেশ ও নীতিমালা, এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন নূতনভাবে প্রণীত বা জারি না হওয়া পর্যন্ত বা, ক্ষেত্রমত, বিলুপ্ত না করা পর্যন্ত, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, পূর্বের ন্যায় এমনভাবে চলমান, অব্যাহত ও কার্যকর থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীনে প্রণীত বা জারি হইয়াছে;

চ) বিদ্যমান বোর্ড, কমিটি, কারিগরী কমিটি অথবা অন্যান্য কমিটি বা উপ-কমিটি, যদি থাকে, কার্যক্রম, বিদ্যমান মেয়াদ অবসানের পূর্বে বিলুপ্ত করা না হইলে, এমনভাবে অব্যাহত থাকিবে যেন উক্ত বোর্ড, কমিটি বা কারিগরী কমিটি এই আইনের অধীন গঠিত হইয়াছে;

ঝ) কর্মচারীগণ এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে যে শর্তাধীনে চাকুরিতে নিয়োজিত ছিলেন, এই আইনের বিধান অনুযায়ী পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত , সেই একই শর্তে টাস্ট্রের চাকুরিতে নিয়োজিত থাকিবেন এবং পূর্বের নিয়মে বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রাপ্ত হইবেন।

২৫। ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ।—

১। এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

২। বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।